অমোঘ রাতের বেশে

অমোঘ রাতের বেশে

তানজিম মাহমুদ আলিফ

অমোঘ রাতের বেশে
তানজিম মাহমুদ আলিফ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সিয়াম আলম

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Amogh Rater Beshe by Tanzim Mahmud Alif Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98813-9-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

প্রিয় বাবা-মা

সূচিপত্র

আমাদের এ প্রেম ৯
মোহ ১০
আমাকে কি চিনতে পারো ১১
বিদ্যাপীঠ ১২
প্রহরী ১৩
প্রিয়তা ১৪
অন্ধ পিপীলিকা ১৫
বানভাসি ১৬
ফাল্গুন নয় শ্রাবণ ১৭
ফিরে দেখা জোছনা ১৭
বিজয়ী বাংলাদেশি ১৮
হুকুমওয়ালার হুকুম ২০
মুখোশ ২১
তোমার জন্যে তীব্র হাহাকার ২২
বর্ষা ২২
চোখের আবেশ ২৩
আমায় নেবে না তুমি ২৩
মেঘকন্যা ২৪
সময় ২৪
ছদ্মবেশ ২৫
জীর্ণ আবাস ২৬
অমানিশা ২৭
সূত্রের হাহাকার ২৮
মরছে ফিলিস্তিনি ২৯
মক্কার মরু ৩১
ফিতনা ৩৪
৩৭ শঙ্খের মতো উড়ে
৩৭ সভ্যতা এবং কারাগার
৩৮ দ্বিধার দেয়াল
৩৯ অনুতপ্ততা
৪০ বসন্ত কথা
৪১ শেষ বিকেলের কথন
৪৪ ধর্ষিতা বাংলাদেশ
৪৬ আহ্বান
৪৭ আমার পথ
৪৮ সমরাঙ্গন
৪৯ সুরঞ্জনা
৫০ তৃষ্ণা জাগে নয়নে
৫১ জলের ছল
৫২ কবিতা
৫৩ উড়ো চিঠি
৫৪ লাল শহর
৫৫ ভালোবাসা আলো নয়
৫৬ বোকা প্রেমিক
৫৭ তুমি নেই
৫৭ প্রহর
৫৮ তুমি বসন্ত হবে
৫৯ আমার নিজস্ব এক পৃথিবী আছে
৬১ আমরা কি আবার জন্ম নিবো
৬২ ভ্রম
৬৩ সুধা

আমাদের এ প্রেম

আমাদের এ প্রেম কখনো বৃষ্টি দেখেনি।
শরীরের উষ্ণতায়, তাপমাত্রার পারদ উঠেছে
সীমার উপর!
উত্তাপে ছাই হয়ে গেছে কত শত তামাক পাতা!
নিকোটিন বিলাসে তৃষ্ণা ঘুচেছে; তবে,
নৈশব্দ ঘিরে থাকা অসুর রাত্রি
তোমাকে আবৃত্তি করার তীব্র বাসনা জাগিয়ে,
আমায় উন্মাদ করে রেখেছে।
তাই তোমার ছায়াকে পাশে বসিয়ে
আমি কাব্য বিলাসে মেতেছি।
এমন সময়ে, দক্ষিণ আকাশে কলরব উঠেছে
কৃষ্ণ মেঘ দলের মহাযাত্রার!
ঝুম বর্ষার সংবাদ দিতে এলো,
শহরের একমাত্র জোনাকি।
তার মিটমিট হলুদ আলো
তোমার ছায়ায় পড়তেই,
এক দুর্বোধ সত্ত্বা আবিষ্কার করলাম!
যেমন আমার কবিতারা তোমার কাছে দুর্বোধ্য।
এ অসীম নির্লিপ্ততার মাঝেও
আমি ভালোবাসা দেখেছি!
সেইটুকু ভালোবাসা ঠোঁটের স্পর্শে
ডুবিয়ে আজ আমরা বৃষ্টিতে ভিজবো!
অনুভবে মুছে যাবে রহস্যের ঘনঘটা।
তবে তোমার চোখের আবেশ,
ঐ মেঘদল থেকে ঝরার আগেই যে
আমার আয়ু ফুরিয়ে এলো!
অতঃপর আমার অপমৃত্যু!
আমার মৃত্যুর রহস্য জানা গেছে।
তবে তোমার চোখের রহস্য
আমি আজন্মে উদঘাটন করতে পারিনি!
কারণ আমাদের এ প্রেম কখনো বৃষ্টিতে ভিজে নি।

মোহ

যত কাছে আসি, ততটাই হই নিখোঁজ,
এই মোহের ঘোরে রোজ,
যেমন নিশাচর এ রাত্রি পাহারায়।

যত কাছে আসি, ততো বুঝে যাই,
সেই দুই চোখের করুণ ভাষা ভীষণ দুর্বোধ!
আমি পড়তে জানি না, অনুভবে জানি,
কতটা ভুল ফুলের মতো কুড়িয়ে নিলে বুকের ভেতর,
বন্ধ হয় হৃদয় দরজা খানি।

তবুও বারবার ফিরে
যত কাছে আসি, ততো ডুবে যাই।
ঐ কাজল বিলের জলে,
আমার দগ্ধ দৃষ্টি মেলে,
অনল দহন মায়াতে জুড়াই।

আমাকে কি চিনতে পারো

আমাকে কি চিনতে পারো আমার মতো আমি নাতো,
আমাকে কি চিনতে পারো, দাবানলে বারছে ক্ষত।
আমাকে কি বুঝতে পারো,
চোখের নুনে জ্বলছে প্রদীপ!
আমার ঘরে আসতে পারো,
ঘর যেনো নয় ভেঙ্গে দু'দ্বীপ।
আমাকে কি চিনতে পারো,
বুকের ভেতর আস্ত দামেস্ক্!
মহাকাল বইছি বিষে,
আলোর মিছিল বোমার সমেত।
আমায় না দেখতে পারো, কোটাল জলে যাচ্ছি ডুবে!
আমি তবু ধরার শশী অন্য পাড়ে উঠব জেগে!
আমার কভু কেউ ছিল না,
কেউ এলো না মনের ভুলে,
গোলকধাঁধায় দস্তয়েভস্কি
সুরের আবেশ মাতম তুলে।
আমায় ভালো নাইবা বাসো
নাইবা ডাকো দুঃখ কিসে,
আমাকে কি চিনতে পারো, বজ্রকঠিন বিষাদ বিষে।
অনুভুতি কবর গেছে, নীলাচলে সমর শেষে!
আমাকে কি চিনতে পারো,
কবির আবার দুঃখ কিসে।

বিদ্যাপীঠ

ভেবেছিনু তোমায় কারাগার!
মুক্তি চেয়েছি কতবার!
এতদিনে কি তবে জানালে বিদায়?
দিলে মুক্তি!
ছিনিয়ে নিলে অধিকার!
তোমার সবুজ প্রাঙ্গণে অবাধ বিচরণ,
কাকডাকা ভোরে তোমাকে স্মরণ,
আমার শৈশব;
সব ওই ক্লাসরুমে বন্দি।
তীব্র ঝগড়ার পর প্রিয় বন্ধুর সাথে সন্ধি,
দ্বিধাহীন বুকে জড়িয়ে নেওয়া!
সাদা শার্টে ভালোবাসার
অশ্রু মুছে দেওয়া।
আর!
রবীন্দ্রনাথের 'পুরানো সেই দিনের কথা'
সমস্বরে গাওয়া।
কবে যে হলো স্মৃতি,
হলো যে পুরানো দিনের কথা!
বুকের সাথে জড়িয়ে থাকা
'আলো আরো আলো'
হৃদয়ও রন্ধ্রে মিশে,
তার অমর আলোয় গাঁথা আদ্যলীলা,
রহে যেন জীবনের যুগ শেষে।

বিদ্যাপীঠ! আমার শৈশব!
এই মুক্তি যেন বিষাদ,
মন তোমায় ভুলিতে না চায়,
হয়তো আবারও দেখা হবে শেষ জীবনে,
তোমারি আঙিনায়।
আজ বিদায় বেলায় সপিগো তোমারে
হৃদয়ের সকল অনুভূতি,
ভালোবাসা নিয়ে তোমাকেও দিলাম,
এক দশকের স্মৃতি!

প্রহরী

তবু যুদ্ধ যুদ্ধ সাইরেন বাঁজা নগরীর,
শেষ ট্রেন ধরে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিনি।
ঠোঁটে বাঁশি ধরে হাঁটি পথ, বুকে খেয়ালি হ্যামিলন,
ভয় নাই আমি চাঁদের প্রহরী।

এখানের বাতাসে আর্তনাদ ভাসে,
দিশেহারা বাবার সন্তান চাপা কংক্রিটের নিচে।
ক্ষতবিক্ষত শিশু ধরে মৃত মায়ের আঙ্গুল,
কেঁদে বলে মা বুকে নাও,
আসে রঙিন মিসাইল।

মানচিত্র যেন চিনি না সব ধ্বংস হয়ে যায়,
পাখিরাও উড়ে না, আকাশ বারুদের ইজারায়।
প্রিয়তা'র দেহে নৃশংস বুলেটের আলপনা,
তারে জড়িয়ে ধরে উন্মাদ কাঁদে,
কেমন এ বিদায়!

কারো কিছু নাই, দানা নাই, পেট ক্ষুধায় ক্ষয়ে যায়।
ধুলো জমা বাতাস গিলে, আনন্দে বাঁচি হায়।
মোরা মাজলুম, নাই অস্ত্র, বালি হয়ে গেছে বাড়িঘর,
কবে মৃত্যু আসে গ্রেনেডের ত্রাসে,
প্রাণের নাই খবর।

তবে ছাড় নাই ছাড় নাই ছাড় নাই হে জুলুমী,
তারকা ভেঙেচুরে দেবে যুবকের এক দল!
তারা কাপুরুষ নয়, বুকে নেই ভীরুতার হিমালয়,
মনে বিশ্বাস অসীমের প্রতি চোখে অগ্নি প্রলয়।

তাই এখনো আমি হাঁটি পথ,
ঠোঁটে বাঁশি ধরে বাঁধি সুর,
পাপীরা জড়ো হও গন্তব্য বহুদূর।
ধ্বংস তব নিশ্চিত পাড়ি দাও পশ্চিম
এ যে চাঁদের নগর, প্রহরী মুসলিম।

প্রিয়তা

কোন নিগূঢ় সন্ধ্যায়,
বৈশাখের প্রথম ঝড়ের মতন
আমায় তুমি দীর্ঘশ্বাসের দলে ঠেলে দিলে।

হঠাৎ এই যাত্রা কি নিঃশ্বাসের মতো?
বিরতিহীন!
যদি শেষ স্টেশন বলতে কিছু থেকেও থাকে,
তাওতো বিরান মায়াহীন এক বিধ্বস্ত প্লাটফর্ম!

প্রিয়তা, এ দুটি হৃদয়ের দূরত্ব এখন
এক আকাশের চেয়েও বেশি!
যেখানে চোখের আড়ালে চোখ,
ঠোঁটের আড়ালে ঠোঁট,
রহস্যের আড়ালে তুমি।

তবে নীরবতার ঘোরে আমার নিঃশ্বাস যেন,
তোমারি গল্প কথক!
তুমি আজও স্পষ্ট আমার শব্দ দলে।

প্রিয় অনুভব! প্রিয়তা,
সময়ের উল্টো পথের সেই 'আমরা',
আজ দুটো বিচ্ছিন্ন নাম!
তবে আঁধারের রঙে আমরা খুবই কাছাকাছি!
এইতো প্রাপ্তি।

প্রিয় বেদনা! প্রিয়তা,
তোমার গড়া এই বিশাল দূরত্ব
আমি তোমাকেই ছুঁড়ে দিলাম।
অযৌক্তিক প্রয়োজনে গুছিয়ে নিলাম
আমাদের সময়, তোমার অভিনয়, একটুকু হাসি!
বাকি হিসেব না হয় তুলে রাখলাম খরচা খাতায়।

প্রিয়তা!
তোমার বারান্দার কার্নিশেও
যেদিন মেঘেরা জমবে,
বিষন্নতা ঘুরবে চারিদিকের বাতাসে,
ঝুম বর্ষার নিকষ আঁধারে!
সেদিন ভীষণ ভালোবাসায়, আঁধারের রঙেই
আমি সঙ্গী হবো তোমার ছায়ার।

অন্ধ পিপীলিকা

অন্ধ পিপীলিকা করে নির্মম সমাবেশ,
চিনি না ঠিক পথ, বুকে যন্ত্রের আবেশ।
নিশ্চুপ নগরী, নেই কোলাহল যানজট,
তুমি আমার ওর অর্ঘ্যদান,
ভেঙে যাওয়া শপথ!

বানভাসি

তুমি কে? —কাঙ্গাল।

আচ্ছা, কাঙ্গাল কাহারে কয়?

—নিয়তি যারে সর্বগ্রাসে
চিবিয়া খাইয়া লয়।

আহঃ, বড়ই দুঃখের কথা,

—দুঃখের তুমি দেখিয়াছ কি?
পড়িয়া লও আমার ভাগ্য রেখা।

সেই রেখা তো পড়িতে জানি না,
সুঁধাও নিজের বাণী,

—এক কালে মোর সব আছিল,
আইজ নাই ভিটার মাটিখানি!

কেমনে গেল সব?

—উজানের ঢলে বানভাসা জলে,
ধ্বংসের কলরব।

ভাঙ্গিয়া গেছে ঘর?

—শুধুই কি ঘর? বছর তিনের ছেলেও
আমার নিখোঁজ তারি পর।
তিলে তিলে গড়া দৈন্য রুজি,
গোলাভরা ধান কই আর খুঁজি?
জীবন মরু, সুখ যেন তুরু,
মূর্ছা পাতা, নিষ্প্রাণ শিকর।
হায়রে, সর্বনাশা সব গিলিলো,
জলধি স্বার্থপর!

এখন কেমনে কাটে দিন?

এই যে, কাঙাল বেশে ঘুরিয়া বেড়াই,
চুকাই জীবন ঋণ।